

সিএমএসএফ নিউজলেটার

প্রকাশের মাস: অক্টোবর ২০২৬ | সংখ্যা নং: ০১

ভূমিকা

একটি নিউজলেটারের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা। ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (সিএমএসএফ) বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের নতুন একটি সংস্থা। সিএমএসএফ-এর কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরতে একটি নিউজলেটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই বার্তাপত্রের মাধ্যমে পাঠক সিএমএসএফ-এর বর্তমান চলমান কাজ, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের প্রতি মাসের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ (হাইলাইটস) এবং সিএমএসএফ-এর কাজের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য জানতে পারবেন।

নিষ্পত্তি হওয়া দাবির বিবরণ (Description of Claims Settled)

২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিএমএসএফ ৪৯ জন বিনিয়োগকারীর মোট ১৪,৯১,৯৭০ টাকা অবন্তিত নগদ লভ্যাংশের যথার্থ দাবী নিষ্পত্তি করেছে এবং ২৩ জন বিনিয়োগকারীর অবন্তিত স্টক লভ্যাংশের যথার্থ দাবির নিষ্পত্তি করেছে। সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ নিষ্পত্তি হওয়া স্টক দাবির মোট সংখ্যা ১,৬৫,০২২ টি, যার বাজারমূল্য ৯৪,৪৫,৬৯৭ টাকা। সেপ্টেম্বর মাসের দাবী নিষ্পত্তির একটি চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো

নগদ লভ্যাংশ নিষ্পত্তি:

- বিনিয়োগকারী: ৪৯ জন
- মোট অর্থ: ১৪,৯১,৯৭০ টাকা

স্টক লভ্যাংশ নিষ্পত্তি:

- বিনিয়োগকারী: ২৩ জন
- স্টক পরিমাণ: ১,৬৫,০২২ টি
- বাজারমূল্য: ৯৪,৪৫,৬৯৭ টাকা

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ (Highlights of Capital Market)

মাসের শুরুতে ডিএসইর প্রধান সূচক (DSEX) ছিল ৫,৬১৪.২৯ পয়েন্টে এবং মাস শেষে তা দাঁড়ায় ৫,৫৬১.০০ পয়েন্টে; অর্থাৎ আলোচ্য মাসে DSEX ০.৯৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গত মাসে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে মিউচুয়াল ফান্ড খাত। অন্যদিকে ডিএসইর সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা খাত ছিল সিরামিক খাত। সেপ্টেম্বর মাসে সামগ্রিকভাবে ভালো করা খাতের তালিকায় ছিল বস্ত্র (টেক্সটাইল) ও বীমা খাত; এর মধ্যে সাধারণ বীমা ও সিমেন্ট খাত বিনিয়োগকারীদের সন্তোষজনক মুনাফা এনে দিয়েছে। তবে জীবন বীমা খাত এই মাসে ভালো পারফর্ম করতে পারে নি।

আর্থিক সাক্ষরতা (Financial Literacy)

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ তাই যে কোনো বিনিয়োগকারীর জন্যই কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ জেনে ও বুঝে করা উচিত। সে কারনেই যে কোনো বিনিয়োগকারীর জন্যই আর্থিক সাক্ষরতা গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বর মাসের বার্তাপত্রে পি/ই অনুপাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। পি/ই অনুপাত (P/E ratio বা বাজারমূল্য এবং আয় অনুপাত) পুঁজিবাজারে শেয়ার মূল্যায়নের অন্যতম মৌলিক সূচক। পি/ই অনুপাত মূলত পরিমাপ করে কোনো একটি শেয়ারের দাম তার আয়ের তুলনায় কত গুণ বেশি। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো শেয়ারের শেয়ার প্রতি আয় (EPS) হয় ৪ টাকা এবং শেয়ারটির বর্তমান বাজারমূল্য হয় ১৬ টাকা, তবে শেয়ারটির পি/ই রেশিও হবে ৪ (১৬ ÷ ৪ = ৪)। কোনো শেয়ারের দর অতিমূল্যায়িত (overvalued) নাকি অবমূল্যায়িত (undervalued), তা বোঝার জন্য পি/ই রেশিও একটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশক।

সচরাচর জিজ্ঞাস্য (Frequently Asked Questions - FAQ)

১. বিনিয়োগকারী কীভাবে তাদের দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন?

উত্তর: একজন বিনিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট ইস্যুয়ার কোম্পানি অথবা সরাসরি সিএমএসএফ (CMSF)-এর কাছে আবেদন করে তাঁদের দাবিহীন নগদ লভ্যাংশ তুলতে পারেন। তবে ইস্যুইয়ার কোম্পানির সুপারিশ পাওয়ার পরই দাবীর নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে।

২. দাবিহীন নগদ লভ্যাংশের জন্য কী কী নথিপত্র প্রয়োজন?

উত্তর: দাবিহীন নগদ লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য যথাযথ আবেদনপত্র এবং বিও আইডি (BO ID)/জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID) ফটোকপি/চেকবই এর ফটোকপি জমা দিতে হয়।

৩. দাবিহীন স্টক লভ্যাংশের জন্য কী কী নথিপত্র প্রয়োজন?

উত্তর: দাবিহীন স্টক লভ্যাংশ উত্তোলনের জন্য যথাযথ আবেদনপত্র এবং বিও আইডি / শেয়ার সার্টিফিকেট / ডিম্যাট (Demat) প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।

৪. উত্তরাধিকারসূত্রে দাবির (Succession Case) ক্ষেত্রে কী কী নথিপত্র লাগবে?

উত্তর: উত্তরাধিকার দাবির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর অবশ্যই একটি 'আদালতের উত্তরাধিকার সনদ' (Court Succession Certificate) থাকতে হবে, যেখানে দাবি করা নির্দিষ্ট দাবিহীন স্টক ও নগদ লভ্যাংশের বিষয়টি সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকবে।

৫. নথিপত্র কি কোম্পানি সচিব (Company Secretary) কর্তৃক সত্যায়িত বা যাচাই হতে হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি সচিব কর্তৃক যাচাই বা প্রত্যায়িত হতে হবে।

সম্পাদনায়

সিবগাত বিন ফারুক

অফিসার, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ

সিএমএসএফ